REG. NO. C. 853.

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বিজ্ঞাপনদাতাগণের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে এক সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা হিসাবে এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা হিসাবে তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴৹ আনা হিসাবে ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴১০ আনা হিসাবে এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴০ এক আনা হিসাবে

বড় বড় বিজ্ঞাপনের দর কার্য্যালয়ে আসিয়া বা পত্র লিখিয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ব্লক বিজ্ঞাপন দাতাকে নিজে দিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। কিন্তু পরিচিত বিজ্ঞাপন দাতাগণের নিকট পরেও বিল করিয়া মূল্য আদায় করা হইয়া থাকে।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ১০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ৴০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যিনি যে সময় হইতে বার্ষিক মূল্য প্রদান করিবেন পর বৎসর সেই সময় পর্য্যন্ত এক বৎসর জঙ্গিপুর সংবাদ পাইবেন। তাঁহার মূল্য শেষ হইলে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করা যাইবে। যিনি যে সংখ্যায় প্রবন্ধ বা সংবাদ প্রেরণ করিবেন তাঁহাকে সেই সংখ্যা বিনা মূল্যে দেওয়া যাইবে।

যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার, ও বিনিময় সংবাদাদি নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আমার নামে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

৫ম বর্ষ } রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ২৫এ অগ্রহায়ণ বুধবার ১৩২৫, ইংরাজী 11th December 1918. { ২৩শ সংখ্যা

কেশরঞ্জন তৈল

মনে রাখিবেন—কেশরঞ্জন আপনারই জন্য!

(১) যদি আপনি আপনার দৈনিক নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে মনঃসংযোগ করিতে না পারেন, তাহা হইলে মনে রাখিবেন, কেশরঞ্জনই তাহার প্রতিকার করিবে।

(২) আপনি যদি পাঠার্থী বা পরীক্ষার্থী হন, যদি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাকাল সমুপস্থিত হয়, যদি রজনী আপনার দিবারাত্র বালিশ পরিশ্রম প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে, নিত্য কেশরঞ্জন মাখিয়া স্নান করিবেন।

(৩) যদি বুঝেন, আপনার কেশমূল শিথিল হইয়াছে, মাথার চুল উঠিয়া যাইতেছে, টাক পড়িবার উপক্রম হইয়াছে, তাহা হইলে প্রথম হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন ব্যবহার করুন।

(৪) যদি চাকুরী উপলক্ষে আপনাকে সকল হিসাবের কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে হয়, যদি দিন রাত অঙ্কপাতের জন্য আপনার মস্তিষ্কে গোলমাল উপস্থিত হয়, তাহা হইলে, মাথা স্নিগ্ধ রাখিবার জন্য আমাদের কেশরঞ্জন ব্যবহার করুন।

(৫) যদি পূজার সময় প্রিয়তমাকে প্রেমোপঢৌকন দিতে চান, যদি পুত্র-কন্যা ও ভগিনী প্রভৃতিকে সামান্য উপহারে খুসী করিতে চান, তাহা হইলে, তাহাদিগকে এক শিশি কেশরঞ্জন তৈল ক্রয় করিয়া দিন। কেশরঞ্জনের পারিজাত গন্ধে মোহিত হইয়া তাঁহারা আপনাকে ধন্যবাদ দিবেন।

এক শিশির মূল্য	...	১৲ এক টাকা।	মাশুলাদি	... ।৵০ আনা।
তিন শিশির মূল্য	...	২।০ আড়াই টাকা।	মাশুলাদি	... ৸৵০ আনা।

অনেক ভাবিয়াছেন—আর কেন?

মরে পড়িয়া মানুষ কিনা করে? কিন্তু তা বলিয়া কি দিন রাতই ভাবিতে হইবে! দিনরাতই রোগ চিন্তায় নিবেষ্ট হইতে হইবে! প্রতিকারের সহজ পথ যখন রহিয়াছে তখন আর ভাবনা কেন! সত্য বটে উপদংশ অতি লজ্জাস্কর ব্যাধি। ইহা অতিশয় স্পর্শাক্রামক ও ইহার যন্ত্রণাও অবর্ণনীয়। কিন্তু ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থাও অতি অদ্ভুত। আমাদের অমৃতবল্লী-কষায় নামক অব্যর্থ রক্ত-পরিষ্কারক সালসা সেবন করুন। ইহা মুখ্য ও গৌণ উপদংশের একমাত্র প্রতিষেধক—অব্যর্থ মহৌষধ। বিনা লজ্জায়, বিনা সঙ্কোচে, গৃহের নির্জ্জন কক্ষে ঔষধ সেবন করিয়া অতবড় একটা ভীষণ রোগের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিবেন—আনন্দের কথা নয় কি? অপরন্তু ইহা ব্যবহারে পারদ সেবন জনিত সর্ব্ববিধ অক মানসিক ও স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য সম্পূর্ণ নিরাময় হয়।

এক শিশির মূল্য	...	৸০ দেড় টাকা, ডাক-মাশুল ও প্যাকিং ৸৵০ এগার আনা।
একত্রে তিন শিশির মূল্য	...	৩৸০ তিন টাকা বার আনা;
ডাক-মাশুল ও প্যাকিং	...	১৸০ এক টাকা বার আনা;
এক ডজন (১২ শিশি)	...	১৫৲ পনর টাকা; ডাক-মাশুল ও প্যাকিং স্বতন্ত্র লাগিবে।

গবর্ণমেণ্ট-মেডিক্যাল-ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত,

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

হিলিংবাম

নূতন ও পুরাতন মেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

১ মাত্রায় পরিচয়! এক দিবসে জ্বালাক্ষয়!! এক সপ্তাহে নিরাময়!!!

মেহের জড় "গণোকোকাই" জড় নষ্ট না হইলে রোগ সারে না। হিলিংবাম এ জড়-নষ্টকর উপাদানে প্রস্তুত, সেই জন্য কেবল মাত্র ইহাই মেহের মহৌষধ। মেহ রোগ আজ কাল শতকরা ৯৫ জনের হয়। কিন্তু এই রোগ-রাক্ষসের সমুচিত ঔষধ "হিলিংবাম"। আর বাজে ঔষধ সেবন করিয়া শক্তি অর্থ ও সাস্থ্য নষ্ট করিবেন না। আমাদের ঔষধ ২৪ বৎসরের অধিক পুরাতন।

আজ কাল জাল ঔষধের 'ভেজাল' হইয়া থাকে, আমাদের হিলিংবামও এ বিষয়ে ছাড় পায় নাই। জাল হিলিংবাম ছাড়া অনেক "বাম" আজ কাল বাজারে দেখা দিয়াছেন। এই সকল অসার ঔষধ হইতে সাবধান হইবেন।

মেহ রোগ কি, তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। প্রধানতঃ মেহের উপসর্গ এইগুলি—প্রস্রাবে জ্বালা যন্ত্রণা, প্রস্রাব সরল না হওয়া, বার বার বেগ হওয়া, কিন্তু প্রস্রাব খোলসা না হইয়া মুত্রনালী টন্ টন্ করা, রক্ত পুঁজ যুক্ত খড়িগোলার মত বা ঘোলা প্রস্রাব হওয়া, কাপড়ে সাদা সাদা দাগ লাগা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, অরুচি, অজীর্ণতা, কাজে মন না লাগা, কোঠ কাঠিন্য, হাত-পা-গা টাটান, গাঁট কন্ কন্ করা, কিছু মনে না থাকা, রাত্রে ভাল ঘুম না হওয়া, অল্প উত্তেজনায় এমন কি প্রস্রাবসহ বা কোষ্ঠ ত্যাগকালে ধাতুক্ষয়, স্বপ্নদোষ, আংশিক পুরুষত্বহানি ইত্যাদি। হিলিংবাম যে কত শত সহস্র প্রশংসা পত্র পাইয়াছে তাহা শুনিয়া শেষ করা যায় না। ধনী নির্ধন স্ত্রী পুরুষ সকলেই ঔষধের অত্যাশ্চর্য্য উপকারিতা দেখিয়া প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু এ সকল বাদ দিলেও নিম্নে দেখুন কত বড় বড় ডাক্তার প্রশংসা করিয়াছেন।

কেবল কয়েকজন ডাক্তারের নাম।

(১) কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, (আই, এম, এস,) এম, এ, এম, ডি,—এফ, আর, সি, এস,—পি, এস, ডি—এস, এস, সি; (২) মেজর বি কে, বসু—(আই, এম, এস,) এম, ডি সি, এম; (৩) মেজর এন, পি, সিংহ, (আই, এম, এস,) এম, আর, সি, পি এম, আর, সি, এস; (৪) ডাঃ এস, চক্রবর্ত্তী এম, ডি; (৫) ডাঃ ইউ, গুপ্ত এম, ডি; (৬) ই, এস, পুষং এম, ডি; (৭) আর বনিয়ার এম, বি, সি, এম; (৮) ডাঃ টি, ইউ, আমেদ এম, বি, সি, এম, এল, এস, এ; (৯) ডাঃ এ, ফারমী, এল, আর, সি, পি, এণ্ড এস; (১০) ডাঃ জি, সি, বেজবড়ুয়া; এল, আর, সি, পি, এল, এফ, পি; (১১) ডাঃ আর, জি, কর, এল, আর, সি, পি, এণ্ড এস ইত্যাদি।

হিলিংবাম সমস্ত ডাক্তারখানায় বিক্রয় হয়।

মূল্য বড় শিশি ২॥০; ছোট শিশি ১৸০; ভিঃ পিঃতে প্যাকিং ডাক খরচাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং

ম্যানুঃ-কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

২৫এ অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩২৫ সাল।

জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটীর কথা :

বারে বারে বলিতে লজ্জা করে, কিন্তু না বলিলেও নয় বলিয়া জঙ্গিপুর মিউনিসিপালিটীর কার্য্যাবলী সম্বন্ধে দুই এক কথা বলিতে হয়। আমাদের চীৎকার কর্ত্তৃপক্ষের কর্ণকুহরে পৌঁছিয়াও পৌঁছে না কাজেই কোনও ফল হয় না। চেয়ারম্যান বাহাদুরের কার্য্যকাল শেষ হইয়া আসিল তাই বুঝি কার্য্যে আর আস্থা নাই। একবার সহরটী টম্‌টমে চড়িয়া ঘুরিলে দেখিবেন স্থানে স্থানে আবর্জ্জনা রাশি স্তূপীকৃত হইয়া আছে। উৎসবের পূর্ব্বে ঝাড়ুদার সেগুলি ঝাঁট দিয়া জমা করিয়া গিয়াছে কিন্তু সেগুলি আর স্থানান্তরিত হইল না। এই ব্যারাম পীড়ার সময় সহরের পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি রাখা মিউনিসিপালিটীর কর্ত্তব্য নহে কি? গত কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার রাত্রিতে আলো জ্বলিয়াছে কি? শুনিতে পাই কেরোসিনের অভাবে আলো জ্বলে না। 'অভাব' সকলেরই সহ্য করিতে হয়। বলি করদাতাগণের পয়সার অভাব হইলে সহ্য করা হয় কি? তখন আর এক বেলা তর সয় না। ঘটি বাটী তুলিয়া আদায় হয়। তেমনি তাহাদের পাওনা সুবিধাটী কড়ায় গণ্ডায় দিলে ত আর কথা হয় না। এই যে সেদিন বিজয়োৎসবের রাত্রিতে দেশময় আলো রোসনাই হইল, দরিদ্র ভিক্ষুকটী পর্য্যন্ত একটী মাত্র দীপ জ্বালিয়া রাজভক্তির পরিচয় দিয়াছে, কিন্তু আমাদের মিউনিসিপালিটী আপিসে ঘর আলোকিত করা দূরে থাক তাহার মামুলী রাস্তার আলোকগুলিও জ্বালে নাই। হ'লই বা সেল্‌ফ্ গবর্ণমেণ্টের অফিস—ইংরাজ রাজের এলাকার মধ্যে ত বটে? একটী দীপ জ্বালিয়া রাজার সম্মানটী করা কি উচিত ছিল না? যে মিউনিসিপালিটীর নিকট সরকারী হুকুমে কাজ হয় না তার কাছে আমাদের ক্ষীণ কণ্ঠের প্রার্থনায় কি হইবে?

ইনফ্লুয়েঞ্জার ইনফ্লুয়েন্স।

কলিকাতায় যে ইনফ্লুয়েঞ্জার কথা খবরের কাগজে দেখা যাইত, আমাদের এতদঞ্চলেও অনেক জ্বর রোগীর সেই সমস্ত লক্ষণ দেখা যাইতেছে। দুই এক দিন পর এই সমস্ত রোগীর নিউমোনিয়া হইতেছে। যাহাদের উপযুক্ত চিকিৎসক দ্বারা চিকিৎসা করাইবার সামর্থ্য আছে তাহারা ভুগিয়া ভুগিয়া বাঁচিতেছে আর নিঃস্ব রোগীর মরণ মুখস্থ করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। অনেক ডাক্তার ইহাকে "নিউমোনিক প্লেগ" বলিয়া আখ্যা দিতেছেন। এই কাল ব্যাধি দেশকে উৎসন্ন না করিয়া ছাড়িবে না। এবার ত জল অভাবে ধান জন্মেই নাই। যাও বা অল্প বিস্তর হইয়াছিল তাও বুঝি মাঠেই নষ্ট হয়। কেননা ধান্যের জন্মদাতা পল্লীবাসী কৃষককুল অনেকেই শয্যাগত, কে ধান কাটিবে? কাজেই যে ধান জন্মিয়াছিল তা বুঝি আর ঘরে আসে না। যাহারা রোগে মরিবে তাহারা ত মরিবেই আর যাহারা ভাগ্যক্রমে রোগের হাতে বাঁচিবে তাহারা খাদ্যাভাবে মরিবে।

জঙ্গিপুর সহরে এক একটী লোক ৫।৭টী করিয়া ঔষধের শিশি লইয়া যাইতেছে, জিজ্ঞাসা করিলে জানা যাইবে সে এক পরিবারেরই ৫।৭টী রোগীর ঔষধ লইয়া যাইতেছে। এই ঔষধ বাহক ছাড়া বাড়ীর আর সবাই পীড়িত।

জঙ্গিপুর প্রথম মুন্সেফী আদালতের এক মুন্সেফ ও সেরেস্তাদার মহাশয় ছাড়া (খুঁড়িতেছি না) সব আমলাই পীড়িত অন্যান্য আদালতের হাকিম বাবুরাও খালাস পান নাই। উকীল বাবু কাঁপিতে কাঁপিতে জেরা করিতেছেন। সাক্ষী গাছতলায় কম্বল মুড়ি দিয়া পড়িয়া আছে। পেয়াদার "হাজির হ্যায়" বুলি আর জোরে বাহির হয় না।

স্কুলে শিক্ষক মহাশয় ছাত্রের হাজিরা বহি লইয়া নাম ডাকিতেছেন—'অমুক আসেন নাই কেন?' উঃ—'সার জ্বর', অমুক আসে নাই কেন? 'সার জ্বর', একটু পরে শিক্ষক মহাশয়ও দুই একবার জল খাইয়া কম্পিত কলেবরে বাসায় আসিয়া দশদিনের মত বিছানা লইলেন।

গিন্নি রান্না করিতেছেন। কর্ত্তা স্নান করিতে গেলেন, আসিয়া ভাত খাইবেন; রান্না ঘরে গিয়া দেখেন গৃহিণী আঁচল পাতিয়া শুইয়া পড়িয়াছে, উননে ডাল পুড়িতেছে। ডাল নামাইয়া যা' হয় দুই এক গ্রাস মুখে দিয়া ডাক্তার ডাকিতে ছুটিলেন। ডাক্তার বুকে নল দিয়াই বলিলেন ব্রঙ্কাইটিসই আছে নিউমোনিয়া হইবার আশঙ্কা করা যায়। দুই দিন পর সব শেষ। এরূপ হইলে লোকে কি করিবে? রোগী রোগে ভুগিতেছে আর রোগীর আত্মীয় বা অভিভাবকগণ কর্ম্মভোগ ভুগিতেছে। এ বৎসর যিনি বাঁচিলেন তাঁর পরমায়ু ঢের। এবার ডাক্তার আর ডোমের বাঁয়ে শেয়াল।

নিমতিতায় বিজয়োৎসব।

শ্রীশ্রীমান্ ভারত সম্রাটের মহাযুদ্ধে বিজয় লাভ উপলক্ষে গত ২৯শে ও ৩০শে নভেম্বর নিমতিতার জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী মহাশয়গণের উদ্যোগে এক মহা-মহোৎসব হইয়া গিয়াছে। উৎসবের পূর্ব্বদিন মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে নিম্নলিখিতরূপ সিদ্ধান্তানুযায়ী উৎসব ব্যাপার সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে

২৯শে নভেম্বর—প্রাতে বিজয়-সঙ্কীর্ত্তন ও মধ্যাহ্নে দরিদ্রগণকে চাউল এবং পয়সা প্রদান।

সন্ধ্যায় আলোক সজ্জা ও সম্রাটের মঙ্গল কামনায় প্রার্থনা।

৩০শে নভেম্বর—প্রাতে শ্রীশ্রীগোবিন্দ দেবের অর্চ্চনা। বৈকালে স্থানীয় হাই স্কুলের ছাত্রবৃন্দের ক্রীড়া কৌতুক ও সভায় ব্রিটিশ জাতির কল্যাণ-কামনায় বক্তৃতা ইত্যাদি। সন্ধ্যায় আতসবাজি ও তৎপরে স্কুলের ছাত্রবৃন্দের জলযোগ এবং কালিপূজা।

বলা বাহুল্য, নিমতিতার সমস্ত ভদ্রমণ্ডলী ও স্কুলের মাষ্টারগণ পরমানন্দে এই উৎসবে যোগদান করিয়াছেন। আমরা সম্রাটের মঙ্গলের সঙ্গে সর্ব্ববিধ সৎকার্য্যে অগ্রণী জমিদার বাবুদিগেরও কল্যাণ কামনা করি।

শ্রীবসন্তকুমার মজুমদার।

বাঙ্গালার স্বাস্থ্য।

(সত্য সমাচার হইতে।)

—০—

বাঙ্গালী এত ক্ষীণ, দুর্ব্বল ও অবসন্ন কেন?

লাটের বক্তৃতা।

গত সপ্তাহের বৃহস্পতিবারে গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদের মন্ত্রণা-গৃহে স্যানিটারী বোর্ড অর্থাৎ বাঙ্গালার স্বাস্থ্য-সম্পর্কীয় সমিতির এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। "হুক-ওয়ারম" অর্থাৎ যে একজাতীয় বক্রমুখ ক্রিমি বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া দিতেছে, বাঙ্গালীর দেহকে নানা প্রকার ব্যাধির আকর ও রক্তহীন করিয়া তুলিতেছে, সেই পোকার হাত হইতে বাঙ্গালার প্রজাকে রক্ষা করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করাই এই সভা আহ্বানের উদ্দেশ্য।

বাঙ্গালার স্যানিটরী কমিশনর অর্থাৎ স্বাস্থ্য-বিভাগের অধ্যক্ষ ডাক্তার ষেণ্টলী এই সভায় উপস্থিত হইবার জন্য কেবল যে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য-তত্ত্ববিদ্‌গণকেই আহ্বান করিয়াছিলেন তাহা নহে বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ এই বিষয়ের অনুরাগী ও উদ্‌যোগী লোকদিগকেও এই সভায় আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এ ব্যাপারে যাহাতে বাঙ্গালার জননায়কগণের মধ্যে একটা সাড়া পড়িয়া যায় এবং তাঁহারাও এই সর্ব্বনেশে ক্রিমির হাত হইতে তাঁহাদের দেশবাসীকে রক্ষা করিতে সচেষ্ট হন, শেষোক্ত ব্যক্তিগণকে আমন্ত্রণ করিবার ইহাই উদ্দেশ্য ছিল।

এই সভায় স্যানিটারী বোর্ডের সকল সদস্য, স্পেশ্যাল কমিটীর সদস্যবৃন্দ, এবং বিশিষ্ট নিমন্ত্রিতগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। শেষোক্ত দলে কয়েকজন খ্যাতনামা দেশীয় ও ইউরোপীয় ডাক্তার, জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান প্রভৃতি উপস্থিত

ছিলেন। মোট কথা, এই সভায় বাঙ্গালার দেশীয় ও ইউরোপীয় নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ সমবেত হইয়াছিলেন। বাহুল্য ভয়ে, আমরা ইঁহাদের প্রত্যেকের নাম দিলাম না।

লাট বাহাদুরের বক্তৃতা।

১। ম্যালেরিয়া নিবারণে গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা।

লাট বাহাদুর সমবেত ভদ্রমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া বলেন :—

আমি এই বৎসরের প্রথমেই স্যানিটারী বোর্ডের ও কয়েকটি জেলা-বোর্ডের সদস্য-বৃন্দকে এবং ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায় সম্বন্ধে যাঁহারা চিন্তা ও আলোচনা করেন এমন কয়েক জন ভদ্রলোককে এই মন্ত্রণা গৃহে আহ্বান করিয়াছিলাম। ম্যালেরিয়া দমনের জন্য কয়েকটী উপায় অবলম্বনের প্রস্তাব তাঁহা দিগকে জ্ঞাপন করাই আমার এই আহ্বানের উদ্দেশ্য ছিল। এই সকল প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে

জেলা বোর্ডসমূহের সাহায্য

আবশ্যক, ইহা আমি বুঝিয়াছিলাম এবং তদনুসারে সকল জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যানকে আমার অভিপ্রায় জানাইয়াছিলাম। আনন্দের সহিত স্বীকার করিতেছি, এ ব্যাপারে বাঙ্গালার তিনটী প্রধান ম্যালেরিয়া-অধ্যুষিত জেলার জেলা-বোর্ডের চেয়ারম্যানগণের অর্থাৎ ২৪ পরগণা জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান মান্যবর রাজা হৃষিকেশ লাহা, যশোহর জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর এবং নদীয়া জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান মিঃ হ্যামিল্টনের সাহায্য ও সহযোগিতা আমি পাইয়াছিলাম। তিনটী প্রধান প্রধান উপায় অবলম্বনের প্রস্তাব আমি সে সময়ে তাঁহাদের নিকট করিয়াছিলাম; সে তিনটী প্রস্তাব এই :—

(ক) আরুল বিলের সংস্কার।
(খ) যমুনা নদীর সংস্কার।
(গ) নবী-সুঁঠি খালের সংস্কার।

বলা বাহুল্য, এই তিনটী প্রস্তাবই তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই প্রস্তাবিত ব্যবস্থাগুলি স্যানিটারী ড্রেণেজ একট্ অর্থাৎ জলনিকাশ দ্বারা স্বাস্থ্যোন্নতি-বিষয়ক আইন অনুসারে কার্য্যে পরিণত করা হইবে। ইতিমধ্যেই

কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে—

আরুল বিল কাটাইয়ের কাজে হাত দেওয়া হইয়াছে; যমুনা নদীর সংস্কার বা পঙ্কোদ্ধারও আরম্ভ হইয়াছে; অপর প্রস্তাবিত কার্য্যেও যত শীঘ্র সম্ভব হাত দেওয়া হইবে। সুতরাং ম্যালেরিয়াকে দূর করিবার উদ্যোগ আয়োজন বেশ ভাল রকমেই আরম্ভ হইয়াছে। আমার আশা জেলা-বোর্ড-সমূহের সাহায্যে এই শ্রেণীর কার্য্যতালিকা প্রতি বৎসরই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। আগামী বর্ষের জন্য আমি আরও কতকগুলি কার্য্যের তালিকা ঠিক করিয়া রাখিয়াছি। আমার আশা আছে, সে সকল কার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য আমি বাঙ্গালার রাজস্ব হইতে পর্য্যাপ্ত টাকা আগামী বজেটে বরাদ্দ করিতে পারিব।

ক্রমশঃ।

কালের নৃত্য।

হায়কি করাল কাল ধরেছে ভীষণ,
দুরন্ত কৃতান্ত মূর্ত্তি মানব-অশন।
চতুর্দ্দিকে মহামারী কল্পনা অতীত,
শুনিতে রসনা রুদ্ধ—হৃদয় স্তম্ভিত॥
দেশে দেশে, ঘরে ঘরে, বালবৃদ্ধ যুবা,
মরিয়া পচিছে হায় যেন শ্বান শিবা।
জানিনা কি দোষে বিধি রুষিয়া এমন,
মানব করিছ গ্রাস বিস্তারি বদন।
ছুটেছে উল্লাসে তাঁর ভীম দৈত্য দল,
জ্বর, কফ আদি ব্যাধি করিতে কবল।
ঘরে ঘরে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে,
ফিরিতেছে তারা মত্ত ভীম হুহুঙ্কারে
লইছে টানিয়া বলে, গৃহ শূন্য করি
কিবা শিশু, কিবা যুবা, কিবা নর নারী।
কেবল মরিছে নর, পথে ঘাটে ঘরে,
রয়েছে পড়িয়া শব পড়ি স্তরে স্তরে।
সাড়া শূন্য শব দেহ লুটিতেছে পড়ে,
কে লয় শ্মশান ঘাটে, কে লয় কবরে?
দিশময় পূতিগন্ধ—পথে চলা ভার,
এমনতো কভু কর্ণে শুনি নাই আর।
কি আশ্চর্য্য, ঘরে ঘরে নিত্য মরে নর,
নাই তবু হাহাধ্বনি, নাই আর্ত্তস্বর।
সকলে নীরব কণ্ঠ মৃত্যুর কবলে;
যে পারে পলাইতেছে, অন্য সবে ফেলে।
হেন কি কখনো কেহ শুনেছে শ্রবণে
কভু কি এসেছে হেন কবির কল্পনে।
কেন হেন হলো হায় বুঝিতে না পারি
হয়েছে দুঃসহ পাপে ধরা বুঝি ভারী।
কি পাপে মজিল আজি ধরণী এমন,
যাতে হেন নর-নাশ হৃদয়-কম্পন।
বুঝেছি চিন্তিয়া, মোরা কোন পাপ ফলে,
পড়িয়াছি হেন ভীম বিধি কোপানলে।
আমরা আমরা নাই, হইয়াছি জড়,
মানবত্ব হীন, মিথ্যা বেশধারী নর।
মানবের মহাপ্রাণ নাই দেহ মাঝে,
বড়াই কেবল, ছল ছদ্ম সাজে।
যদিরে মানুষ মোরা হইতাম সত্য,
তবে কি মরিত নর অ-ঔষধ-পথ্য।
ঘরেতে ধরিলে অগ্নি জ্বলিবে নিশ্চয়;
যদি কেহ জলসহ অগ্রসর হয়।
মরিতেছে নর নারী জল বায়ু দোষে,
কি উপায় করি মোরা বিদূরিতে বিষে।
কি উপায় করি মোরা প্রশমিতে রোগ,
যাহারা করিতে পারি মত্ত লয়ে ভোগ।
কথায় বিলাপ করি, হায় একি হলো,
গ্রামগুলি একেবারে শূন্য হয়ে গেল।
কিন্তু কেহ কটি আঁটি নেমেছি কি কাজে,
তাই বিভু হ'য়ে রুষ্ট, নিজকর্ম্ম লাজে,
অশনি হেনেছ হেন ধরণী উপরে,
বুঝিরে প্রলয় এবে ঘটিবে সংসারে।
মানবে করিয়া সৃষ্টি দিয়ে জ্ঞান প্রাণ,
দিলেন তাদের করে জগত-কল্যাণ;
দেখিয়া অন্যথা তার, বুঝিলাম শেষে,
বিধাতা সেজেছে কাল, মানব বিনাশে॥

ব্যথিত।

গুণেঅদ্বিতীয় গন্ধে অতুলনীয়।

জবাকুসুম তৈল মস্তিষ্ক স্থির রাখে, মনকে প্রফুল্লিত করে, কেশের শোভা বর্দ্ধিত করে। এই সকল কারণে জবাকুসুম তৈল সকলের আদরণীয়। এই জন্যই জবাকুসুম তৈল কেশ তৈলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অনেক নকল ও অনুকরণ সত্ত্বেও কোন তৈলই তাহাকে শীর্ষস্থান-চ্যুত করিতে পারে নাই।

১ শিশি ১৲ টাকা।
৩ শিশি ২।০ ভিঃ পিতে ২৷৷৵০

ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

কল্যাণ বটিকা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য ও তজ্জন্য স্বপ্নবিকারাদি উপসর্গ ত্বরায় প্রশমিত হইয়া শরীরের কান্তি ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়। কল্যাণ বটিকার গুণ অব্যর্থ ও স্থায়ী।

১ কৌটা ২৲ ভিঃ পিতে ২৷৵০

অম্লপিত্ত রোগীর একমাত্র ভরসাস্থল।

ক্ষুধাবতী ঔষধ সেবনে অম্লপিত্ত রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়। আকণ্ঠ ভোজনের পর একমাত্রা ক্ষুধাবতী সেবন করিলে তুলাতে অগ্নি সংযোগের ন্যায় গুরুপাক দ্রব্য ভস্মীভূত হইয়া যায়। অগ্নিতে জল সেকের ন্যায় বুকজ্বালা নিবারিত হয়।

১ শিশি ১৲ টাকা ভিঃ পিতে ১৷৵

অমৃতাদি বটিকা

ম্যালেরিয়া জ্বরনাশে অব্যর্থ।

অমৃতাদি বটিকা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বর অতি শীঘ্র দূরীভূত হইয়া থাকে। প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি হইলে অমৃতাদি বটিকা সেবনে আশ্চর্য্যজনক ফল পাওয়া যায়, জ্বরের হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইবার জন্য দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিতে হয় না।

১ কৌটা ভিঃ পিতে ১৷৵০

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড।
ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—
শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ
২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ডাঃ এন, এল, পালের

সুদর্শন সার।

(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।)

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্র শক্তির ন্যায় কার্য্য করে মূল্য প্রতি শিশি ৷৷৵০ আনা।

ডাঃ নন্দলাল পাল,
রঘুনাথগঞ্জ।

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় অমূল্য উপদেশ

সর্ব্বমন্যৎ পরিত্যজ্য শরীরমনুপালয়েৎ।
তদভাবেহি ভাবানাং সর্ব্বাভাবঃ শরীরিনাম্॥ ১;
চরক সংহিতা।

অর্থ—অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া শরীর পালন করা কর্ত্তব্য শরীরের অভাবে জীবদিগের সকলেরই অভাব হয়।

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পুস্তক।
১৮০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।
আবেদন করুন।
কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী।
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
বিনামূল্যে এবং বিনা ডাক মাশুলে

১—দীর্ঘায়ু ২—স্বাস্থ্য ৩—শক্তি	এই তিনটী জিনিস লাভ করিবার প্রকৃত উপায়—

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

শক্তিহীনকে শক্তিশালী করিয়া, আত্মকৃত কু-অভ্যাস জনিত ভগ্নস্বাস্থ্য ও জীবনে হতাশ ব্যক্তিদিগকে স্বাস্থ্য ও নব জীবন দান করিয়া ভৈষজ্য জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ও পৃথিবী ব্যাপী অতুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছে।

এই বটিকা রক্ত পরিষ্কার করে, কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর করে, পারপাক শক্তি বৃদ্ধি করে, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবের সহিত ধাতুস্রাব, বন্ধ্যাত্ব দোষ এবং সর্ব্ব প্রকারের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া স্বাস্থ্য, শক্তি, দীর্ঘায়ু দান করিয়াছে।

৩২ বটিকাপূর্ণ ১ কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র। একত্রে অধিক টাকার ঔষধ ক্রয় করায় কমিশন ও উপহারের বিষয় জানিবার নিমিত্ত মূল্য নিরূপণ পুস্তিকার জন্য আবেদন করুন।

কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিজ্ঞাপন।

আমাদের দোকানে নানাবিধ বোম্বাই সাড়ী পার্শি সাড়ী, মির্জ্জাপুরি রেশমি বস্ত্র, মটকা, দেশী বিলাতী কাপড় খাগড়ার বাসন অতি অল্প মুনফায় বিক্রয় করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশচীনন্দন দে শ্রীবিভূতিভুষণ দে।
রঘুনাথগঞ্জ চাউল পটীজঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ)

অতি সস্তার

কুহকে মজিয়া স্বাস্থ্য ও অর্থ নষ্ট করিবার পূর্ব্বে আমাদের বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ব্যবহার করুন। শ্বাস কাসের মহৌষধ চ্যবনপ্রাশ /১ সের ৬৲ সাধারণ মকরধ্বজ ১ ভরি ৮৲ হিন্দুলোত্থ পারদযোগে প্রস্তুত মকরধ্বজ ১ ভরি ১৬৲ ধাতুদৌর্ব্বল্য অগ্নিমান্দ্য ও সুতিকায় "জীবনীয় রসায়ন" ইহা অল্পমেধা ছাত্র, প্রসুতি ও দুর্ব্বলের একমাত্র সহায়। মূল্য ২০ মাত্রা ১ শিশি ১৲ হাঁপানীর "বাসারিষ্ট ও কনকাসব" ১ মাত্রা সেবনেই হাঁপ কষ্ট কমিবে। মূল্য ১ শিশি ৸০ ও ৷৷০ আনা। প্রদরের অশোকারিষ্ট, ক্ষয় ও কাসের দ্রাক্ষারিষ্ট, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, উপদংশ ও সকলপ্রকার রক্ত দুষ্টির অনন্তারিষ্ট ১ বোতল ১৷৷০ প্রমেহের চন্দনারিষ্ট ও চন্দনাদি চুর্ণ ১ দিনেই জ্বালা যন্ত্রণা ও পূয নির্গমন কমিবে। একত্রে ১৪ দিন সেবনোপযোগী ২৲ অগ্নিমান্দ্যে ভাস্কর লবণ /০ ছটাক ৷৷৵০ অগ্নিমান্দ্যে গঙ্গাধরী পাচক ১ কৌটা ১৫ বটী ।০ ইহা অগ্নিবর্দ্ধক অরুচি নাশক। কোষ্ঠ বদ্ধে গঙ্গাধরী রেচক বা দ্রাক্ষাদি ১ কৌটা ৯ বটী ।/০ ইহাতে আমবাত, কোমরের বাথা, পুরাতন জ্বর, গুল্ম ও শূল প্রভৃতি আরোগ্য হয়। রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে সেবনে সকালে কোষ্ঠ শুদ্ধ হয়। দন্ত মজ্জন ১ কৌটা ৵০। দাদের মলম ১ কৌটা ।০ আনা। অন্যান্য ঔষধ ও জারিত ধাতু দ্রব্য সুবিধা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। পাইকার ও ছাত্রদিগকে সুবিধায় দেওয়া হয়।

সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন মহাশয়ের ভাগিনেয় ও ছাত্র আয়ুর্ব্বেদীয় পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ পদকপ্রাপ্ত
কবিরাজ শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত কবিরঞ্জন, গয়া।

সুরমা ও সুকেশ।

সুকেশ না হইলে রমণী সুরমা হইতে পারে না। বস্তুতঃ কেশই কামিনী গণের প্রধান সৌন্দর্য্য। নিখুঁৎ সুন্দরীকেও কেশের অভাবে বড় কদর্য্য দেখায়। অতএব কেশের শ্রীবৃদ্ধি জন্য সকলেরই চেষ্টা করা উচিত। উপায় থাকিতে তাহাতে উপেক্ষা করিতেছেন কেন? শুনেন নাই কি?—আমাদের "সুরমা" তৈল কেশের সৌন্দর্য্য বাড়াইতে অদ্বিতীয়! "সুরমা" ব্যবহারে অতিশীঘ্র কেশ ঘন দীর্ঘ কাল ও কুঞ্চিত হয়। ইহা পরীক্ষিত সত্য। সন্দেহ করিবেন না, শুধু ইহাই নহে,—"সুরমা" মাথা ঠাণ্ডা রাখে, মাথাধরা, মাথাঘোরা, মাথাজ্বালা, অনিদ্রা প্রভৃতি যন্ত্রণারও সত্বর উপশম করে। কোন ঔষধে যে টাক ভাল করিতে পারেন নাই, একবার সুরমা ব্যবহার না করিয়া, তাহাতেও হতাশ হইবেন না। বিশ্বাস রাখিবেন— সুরমার সদ্‌গন্ধ—জগতে অতুলনীয়। বড় এক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা মাত্র, মাশুলাদি ।৵০ সাত আনা। একত্র বড় তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা, মাশুলাদি ৸৵০ তের আনা। ৵ দুই আনার টিকিট পাঠাইয়া নমুনা লউন।

জ্বরাশনি।

"জ্বরাশনি" জ্বরের অমোঘ বজ্রস্বরূপ। নূতন, পুরাতন, জীর্ণ বিষম, যেমনই জ্বর হউক, তিন, চারি দিন মাত্র জ্বরাশনি সেবন করিলেই তাহা নিশ্চয় বন্ধ হইয়া যায়। অথচ কুইনাইন আটকান জ্বরের মত সে জ্বর বারংবার ঘুরিয়া ফিরিয়া আক্রমণ করে না। "কুইনাইন ব্যতীত ম্যালেরিয়ার ঔষধ নাই" যাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদিগকে একবার এই জ্বরাশনি সেবন করিতে অনুরোধ করিতেছি। কম্পজ্বর, পালাজ্বর, পাক্ষিক জ্বর, যকৃৎপ্লীহাদি উপদ্রব সংযুক্ত জ্বর প্রভৃতি ম্যালেরিয়ার যে কোন অবস্থায় এই ঔষধ সেবন করিয়া দেখুন—ইহা কেমন সহজে ও অল্প দিনে দেহ রোগমুক্ত করিয়া, সুস্থ সবল করিয়া দিবে। পেটেণ্ট ঔষধ খাইয়া খাইয়া যাঁহারা বিরক্ত হইয়াছেন, তাঁহারাও একবার এই ঔষধ না খাইয়া হতাশ হইবেন না। ইহার এক শিশির মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। মাশুলাদি ।৵০ সাত আনা।

প্রমেহরোগের জ্বালা যন্ত্রণা

সবই দূরে যাইবে। স্রাব, স্ফীত, প্রদাহ, মূত্রত্যাগ কালে বিজাতীয় যাতনা প্রভৃতি সবই প্রশমিত হইবে। আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে আমাদের "গণোকিল" ব্যবহার করুন। অসংখ্য রোগী ইহার সহায়তায় গোপনে রোগমুক্ত হইয়া আমাদের ধন্যবাদ দিয়াছেন। কেন আপনি বৃথা রোগকষ্ট ভোগ করেন? রোগের অবস্থা লিখিয়া আমাদিগকে জানাইবেন। অর্ডার পাইলেই আমরা "গণোকিল" পাঠাইয়া দিব। এক শিশির মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা মাশুলাদি ।৵০ সাত আনা।

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানীর
স্বদেশ গৌরব এসেন্স।

চামেলী।—চামেলীর সৌগন্ধ বড় স্নিগ্ধ— বড় মধুর।

সাবিত্রী।—সাবিত্রী, সাবিত্রী-চরিত্রের মতই পরম পবিত্র ও স্পৃহনীয় পদার্থ।

মল্লিকা।—বেলা-যুথিকাদির সহিত মল্লিকা চিরদিনই একাসন অধিকার করে।

চম্পক।—চাঁপার তীব্রতা কেমন উজ্জ্বল-মধুরে পরিণত হইয়াছে, তাহা দেখিবার জিনিষ!

বেলা।—অবসন্ন গ্রীষ্মবেলায় 'বেলার' গন্ধ যেন স্বর্গসুখ আনিয়া দেয়।

যূথিকা।—আমাদের ঘরের যুথিকাই বিলাতী সাজে 'জেস্‌মিন্' হইয়া উঠিয়াছে।

কামিনী।—যামিনীর জ্যোৎস্না কামিনীর সৌরভে মধুরতর হইয়া উঠে।

মস্ক্‌ জেসমিন।—মিলিত নামেই ইহার মিলনের মধুরতা প্রকাশ করিতেছে।

প্রত্যেক পুষ্পসার বড় এক শিশি ১৲ এক টাকা। মাঝারি ৸০ বার আনা। ছোট ৷৷০ আট আনা। মাশুলাদি ।/০ পাঁচ আনা।

মিল্ক্‌ অব্‌ রোজ।—ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায়। ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি ৷৷০ আট আনা, মাশুলাদি ।/০ পাঁচ আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।
রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

এস, পি, সেন এণ্ড কোম্পানী,
ম্যানুফ্যাকচারিং কেমিষ্টস্‌,
১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

আমাদের নিকট চাঁদী, সোনা গিনি উচিত মূল্যে পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশচীনন্দন দে
জঙ্গিপুর সাহেব বাজার (মুর্শিদাবাদ